DOWNLOAD
THE APP

Bangla 2nd Paper

YEAR 2013

10 MINUTE SCHOOL

CHITTAGONG BOARD

প্রতিবেদন

প্রশ্ন: ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকার জনজীবন সম্পর্কে প্রতিবেদন ।

[ঢা. বো. ২০০৩; চ. বো. ২০১৩; দি. বো, ২০১৩]

উত্তর:

" প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে সোনাইমুড়ী বিপর্যস্ত "

নিজস্ব প্রতিবেদক, সোনাইমুড়ী, রাজশাহী ।। গতকাল সকালে উপজেলার সমগ্র এলাকার ওপর দিয়ে প্রবাহিত প্রবল এক ঘূর্ণিঝড়ে জানমালের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রায় ৭০ শতাংশ ঘর-বাড়ি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়েছে। বাকি বসত বাড়িগুলোর কোনো কোনোটির টিনের চাল উড়ে গেছে, কোনোটি দুমড়ে-মুচড়ে পড়ে গেছে। গাছপালা, খেতের ফসলাদি, গবাদি-পশু— সব লণ্ডভণ্ড হয়েছে। উপজেলার ৭টি গ্রামেই এখন বিপর্যস্ত দৃশ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। আশ্রয়হীন মানুষ খোলা আকাশের নিচে ঠাঁই নিয়েছে।

ঝড়ের বেগ ঘণ্টায় প্রায় তিনশো কিলোমিটার ছিল বলে আন্দাজ করা যায়। এ পর্যন্ত ৫০০ মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রতিমুহূর্তেই নতুন মৃতদেহের খবর পাওয়া যাচ্ছে। খোলা আকাশের নিচে অবস্থানকারী হাজার হাজার মানুষের আর্তনাদে করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে। খাদ্য নেই, আশ্রয় নেই, নেই বিশুদ্ধ পানীয় জল। নলকূপগুলোও ঝড়ের তাণ্ডবে বিকল হয়ে পড়েছে। ফলে, পুরো উপজেলার জনজীবন এখন মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া শুরু হলেও এখনও উদ্ধার কাছ চলছে।

এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত উপদ্রুতদের জন্যে ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়নি। প্রাথমিকভাবে উপজেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে যে সরকারি ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে, তা অনেকটাই অপ্রতুল। জরুরি ভিত্তিতে, বিলম্ব না করে বিশুদ্ধ পানীয় এবং জরুরি ওষুধপত্র খাদ্য ও ডাক্তার প্রেরণ না করলে অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এলাকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ , গন্যমান্য ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা যার যার সাধ্যমতো মৃতদের সৎকার এবং আহতদের সেবাদানে সচেষ্ট রয়েছে। তারা সরকার ও এনজিও-গুলোর কাছে দ্রুত ত্রাণসামগ্রী পাঠানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

ঘূর্ণিঝড় একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এ ব্যাপারে কারো হাত নেই। কিন্তু এতে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা সকলের কর্তব্য। আর্ত-পীড়িত-বিধ্বস্ত সোনাইমুড়ীবাসীর ত্রাণকার্যে সবাই সাহায্যের হাত বাড়াবেন বলে আমরা মনে করি। আশ্রয়হীনদের জন্যে ঘর-বাড়ি নির্মাণ করে তাদের পুনর্বাসিত করার কাজটিও গুরুত্বপূর্ণ। সরকার এ ব্যাপারে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করবে— এটাই সকলের প্রত্যাশা।

প্রতিবেদকের নাম ও ঠিকানা : আরিশা সালসাবিল, তালাইমারী মোড়, রাজশাহী
প্রতিবেদনের শিরোনাম : প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে সোনাইমুড়ী বিপর্যস্ত
প্রতিবেদন তৈরির সময় : সন্ধ্যা ৬:০০টা
প্রতিবেদন তৈরির তারিখ : ২০ নভেম্বর, ২০২১ খ্রি.

10 MINUTE SCHOOL

ভাবসম্প্রসারণ

দুর্নীতি জাতির সকল উন্নতির অন্তরায়।
বা দুর্নীতি জাতীয় জীবনের অভিশাপস্বরূপ।
বা দুর্নীতি জাতীয় জীবনের সকল উন্নতির অন্তরায়।

[সি. বো, ১৯, ১৭; ঢা.বো, ১৫; কু. বো, ১৫:য, বো, ০৫:চ, বো. ১৩, ০৩]

নীতি ও নৈতিকতাবিরোধী কাজই হচ্ছে দুর্নীতি। এর প্রভাবে একটি জাতির স্বপ্ন ও সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। একটি জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের পথে যত প্রকার সমস্যা আসতে পারে দুর্নীতি তার মধ্যে অন্যতম। দুর্নীতি একটি জাতিকে নিঃশেষে ঠেলে দেয় অক্ষয়ের পথে। তাই একে দেখা হয় "অভিশাপ" রূপে।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। শিক্ষা ও মূল্যবোধের যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট মনুষ্যত্ববোধ মানুষকে দান করেছে এ মহিমান্বিত মর্যাদা। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য, মানুষের এ শ্রেষ্ঠত্ব আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। সততা ও সুনীতির প্রশ্নে মনুষ্য-সমাজের বিশিষ্টতা আজ তর্কাতীত নয়। কোনো জাতির সামগ্রিক জীবনাচরণে সততা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটলে জাতীয় জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়ের অশনি সংকেত। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র আক্রান্ত হয় দুর্নীতির রাহুগ্রাসে। সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে জাতীয় অস্তিত্ব। সম্প্রতি আমাদের দেশে মহামারি আকারে দেখা দিয়েছে দুর্নীতি নামক ব্যাধিটি। দুর্নীতি একটা জাতীয় সমস্যা। মুষ্টিমেয় মানুষ ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের জন্যে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে থাকে। কালক্রমে এটা অনিবার্য পথ ধরে গ্রাস করে শিক্ষাঙ্গন থেকে শুরু করে গোটা সমাজকে। সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী সকলেই অবলম্বন করতে থাকে এ অসুদপায়টি। ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের অর্থনীতি, ব্যাহত হয় জাতীয় উৎপাদন। এগুলো দুর্নীতির প্রত্যক্ষ ফলাফল। সচেতনভাবে লক্ষ করলে দেখা যায়, দুর্নীতির রাষ্ট্রীয়করণের সুদূরপ্রসারী ফলাফল খুবই ভয়াবহ।

দুর্নীতির ফলে জাতীয় উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে জাতি হয়ে পড়ে হতাশাগ্রস্ত— যা তাদের মধ্যে পাশবিকতার জন্ম দিয়ে থাকে। জাতীয় জীবনে দুর্নীতির রাহু যদি সমাজকে গ্রাস করে, তাহলে উন্নতির আশা করা বৃথা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দুর্নীতির ভয়াল থাবা বিস্তৃত হয়েছে। নিম্ন শ্রেণীর থেকে ধনাঢ্য ব্যক্তি পর্যন্ত সকল মহল এই চলেছে দুর্নীতির মহোৎসব। অনেকে মনে করেন, দরিদ্রতার ফলেই আবির্ভূত হয় দুর্নীতি। অর্থাৎ সৎ পথ থেকে জীবনযাত্রার মান সঠিক পর্যায়ে রাখা সম্ভব নয়। তাই অফিস-আদালতে নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারী কর্মকর্তাগণ ঘুষ গ্রহণ করেন।

কিন্তু দারিদ্র যে দুর্নীতির মূল কারণ নয় ,বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অবস্থা থেকে আমরা তা অনুধাবন করতে পারি। ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এদেশের উঁচু মোহলের বহু রাঘব-বোয়ালকে দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার করে শাস্তির ব্যবস্থ করেছেন। এ ব্যাপারে দুর্নীতি দমন কমিশন পালন করছে ঐতিহাসিক ভূমিকা। দেশের সাধারণ মানুষ অবাক বিস্ময়ে অবলোকন করছে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা , মন্ত্রী, রাজনীতিবিদদের দুর্নীতির নোংরা প্রবণতাকে। দুর্নীতির এ নেতিবাচক দিকটার সবচেয়ে বড় শিকার হয় যুবসম্প্রদায়। পরিশীলিত চিন্তাবোধের অভাবে সাফল্যলাভের জন্যে তারা সহজেই অশুভ ও ধ্বংসের পথ বেছে নেয়। এভাবে জাতীয় জীবনে সৃষ্টি হয় অস্তিত্বের সংকট ।

দুর্নীতিগ্রস্ত জাতি কখনও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করতে পারে না। আমাদের বিশেষত দেশের শিক্ষিত সমাজকে এটা উপলব্ধি করতে হবে। সমৃদ্ধ ও কল্যাণকর সমাজ গড়তে হলে জাতীয় জীবন থেকে দুর্নীতি অপসারণ করা অতীব জরুরি।

10 MINUTE SCHOOL

DINAJPUR BOARD

প্রতিবেদন

প্রশ্ন: ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকার জনজীবন সম্পর্কে প্রতিবেদন ।

[ঢা. বো. ২০০৩; চ. বো. ২০১৩; দি. বো, ২০১৩]

উত্তর:

" প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে সোনাইমুড়ী বিপর্যস্ত "

নিজস্ব প্রতিবেদক, সোনাইমুড়ী, রাজশাহী ।। গতকাল সকালে উপজেলার সমগ্র এলাকার ওপর দিয়ে প্রবাহিত প্রবল এক ঘূর্ণিঝড়ে জানমালের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রায় ৭০ শতাংশ ঘর-বাড়ি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়েছে। বাকি বসত বাড়িগুলোর কোনো কোনোটির টিনের চাল উড়ে গেছে, কোনোটি দুমড়ে-মুচড়ে পড়ে গেছে। গাছপালা, খেতের ফসলাদি, গবাদি-পশু— সব লণ্ডভণ্ড হয়েছে। উপজেলার ৭টি গ্রামেই এখন বিপর্যস্ত দৃশ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। আশ্রয়হীন মানুষ খোলা আকাশের নিচে ঠাঁই নিয়েছে।

ঝড়ের বেগ ঘণ্টায় প্রায় তিনশো কিলোমিটার ছিল বলে আন্দাজ করা যায়। এ পর্যন্ত ৫০০ মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রতিমুহূর্তেই নতুন মৃতদেহের খবর পাওয়া যাচ্ছে। খোলা আকাশের নিচে অবস্থানকারী হাজার হাজার মানুষের আর্তনাদে করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে। খাদ্য নেই, আশ্রয় নেই, নেই বিশুদ্ধ পানীয় জল। নলকূপগুলোও ঝড়ের তাণ্ডবে বিকল হয়ে পড়েছে। ফলে, পুরো উপজেলার জনজীবন এখন মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া শুরু হলেও এখনও উদ্ধার কাছ চলছে।

এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত উপদ্রুতদের জন্যে ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়নি। প্রাথমিকভাবে উপজেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে যে সরকারি ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে, তা অনেকটাই অপ্রতুল। জরুরি ভিত্তিতে, বিলম্ব না করে বিশুদ্ধ পানীয় এবং জরুরি ওষুধপত্র খাদ্য ও ডাক্তার প্রেরণ না করলে অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এলাকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ , গন্যমান্য ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা যার যার সাধ্যমতো মৃতদের সৎকার এবং আহতদের সেবাদানে সচেষ্ট রয়েছে। তারা সরকার ও এনজিও-গুলোর কাছে দ্রুত ত্রাণসামগ্রী পাঠানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

ঘূর্ণিঝড় একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এ ব্যাপারে কারো হাত নেই। কিন্তু এতে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা সকলের কর্তব্য। আর্ত-পীড়িত-বিধ্বস্ত সোনাইমুড়ীবাসীর ত্রাণকার্যে সবাই সাহায্যের হাত বাড়াবেন বলে আমরা মনে করি। আশ্রয়হীনদের জন্যে ঘর-বাড়ি নির্মাণ করে তাদের পুনর্বাসিত করার কাজটিও গুরুত্বপূর্ণ। সরকার এ ব্যাপারে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করবে— এটাই সকলের প্রত্যাশা।

প্রতিবেদকের নাম ও ঠিকানা : আরিশা সালসাবিল, তালাইমারী মোড়, রাজশাহী

প্রতিবেদনের শিরোনাম : প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে সোনাইমুড়ী বিপর্যস্ত

প্রতিবেদন তৈরির সময় : সন্ধ্যা ৬:০০টা

প্রতিবেদন তৈরির তারিখ : ২০ নভেম্বর, ২০২১ খ্রি.